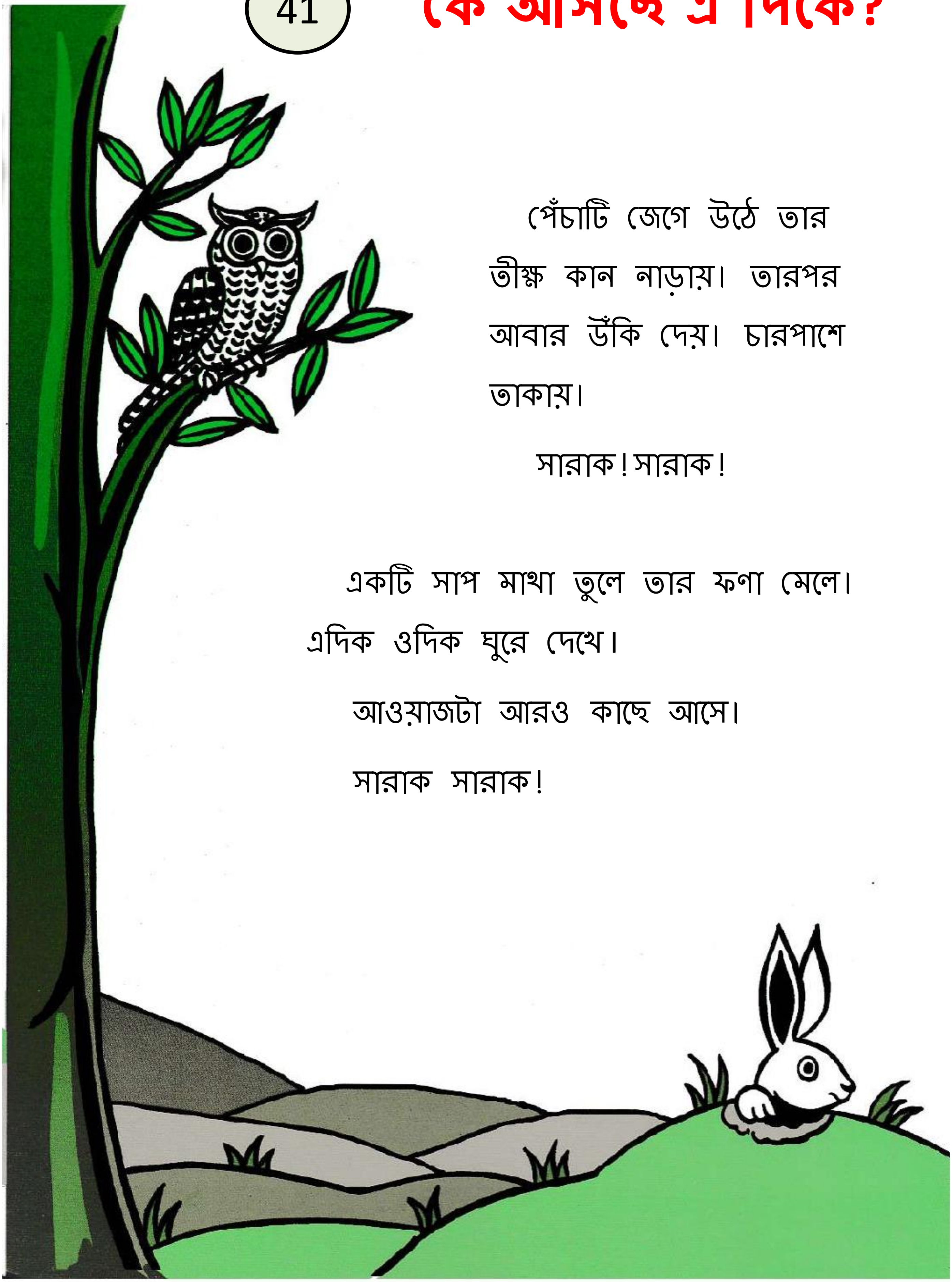
কে আসছে এ দিকে?



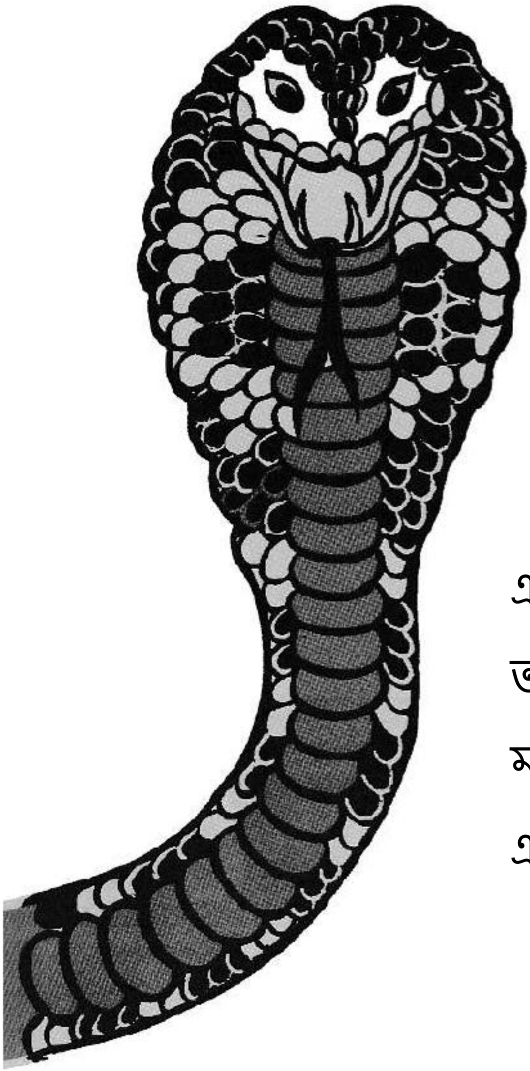
পেঁচাটি জেগে উঠে তার তীক্ষ্ণ কান নাড়ায়। তারপর আবার উঁকি দেয়। চারপাশে তাকায়।

সারাক! সারাক!

একটি সাপ মাথা তুলে তার ফণা মেলে। এদিক ওদিক ঘুরে দেখে।

আওয়াজটা আরও কাছে আসে।

সারাক সারাক!



যাদুকরী দক্ষতায় একটি গিরগিটি নিজেকে লুকিয়ে রাখে। ধীরে ধীরে তার শরীরের রঙের পরিবর্তন হয় । সে তার চারপাশের সাথে মিশে যায়। এখন সে একটি পাতা!

একটি শামুক গুটি গুটি এগোনো বন্ধ করে দেয়। সে তার দেহকে তার খোলের মধ্যে টেনে নেয়। এখন সে একটি পাথর!



সারাক! সারাক!

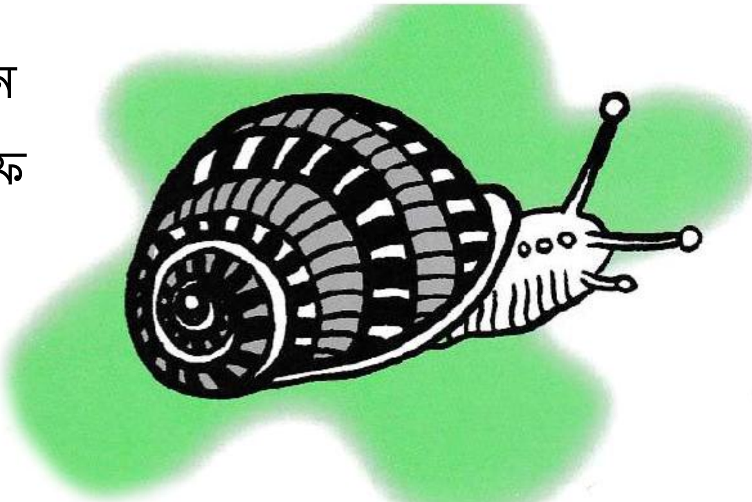
একটি কাঁটাচুয়া কেঁপে ওঠে । এটি গড়িয়ে একটি বল এর মতন হয়ে যায় এবং তার লম্বা কাঁটা ছড়িয়ে দেয়।

একটি কাঁকড়া পাশে পা রাখা বন্ধ করে বালিতে গর্ত খোঁড়ে।



পদ্ম পাতায় থাকা ব্যাঙটি গান গাওয়া বন্ধ করে দেয়। এক লাফে সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সারাক! সারাক!



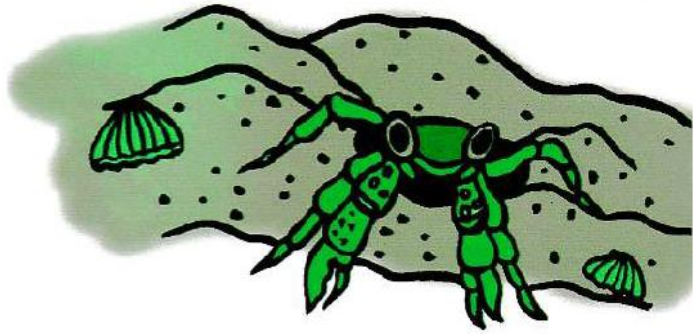


শব্দটি আরও কাছে আসে। সবাই সেই দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে।

সারাক! সারাক!

একটি খরগোশ তার গর্তে ঝাঁপ দেয়। তারপর সে আবার মুখ তুলে চারিদিক দেখে ।



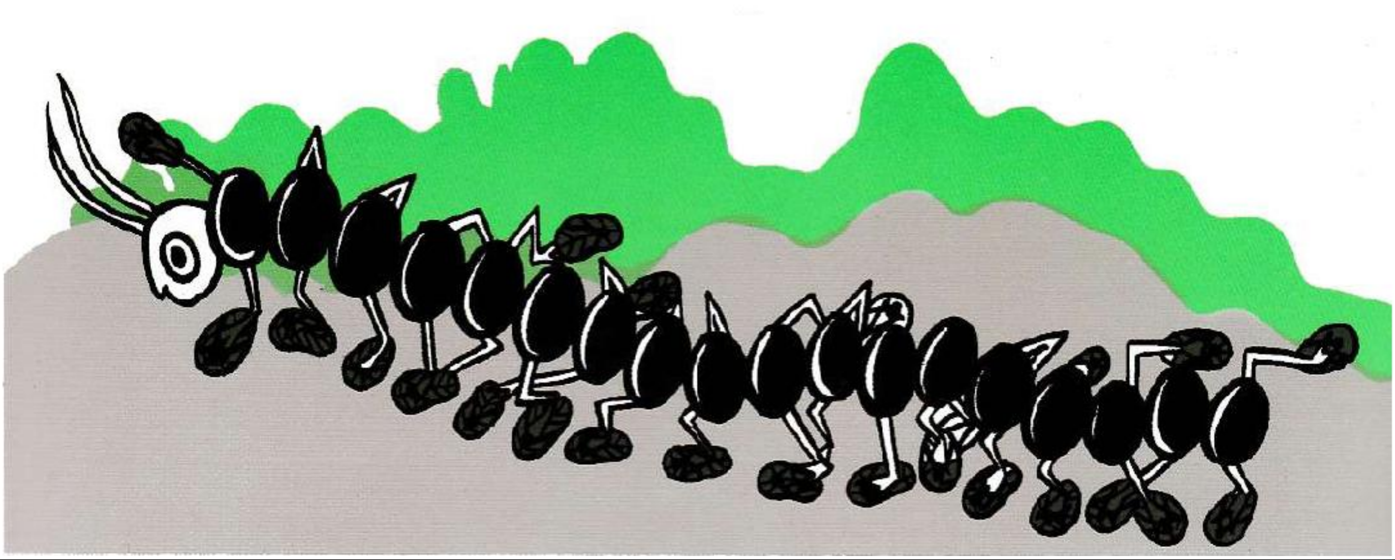


সারাক! সারাক!

বাঁকা পথ ধরে কে আসছে?

সারাক! সারাক! সারাক!

ওহ! এটা তো আমাদের কেন্নো! এর প্রতিটি পায়ে একটি করে স্যান্ডেল! সে এখনও সেই স্যান্ডেল পরে হাঁটতে শেখেনি। কিন্তু সে আসে, পিছলে যায়, কখনো টকটক আওয়াজ করে তো কখনও প্যাঁকপ্যাক আওয়াজ করে!



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

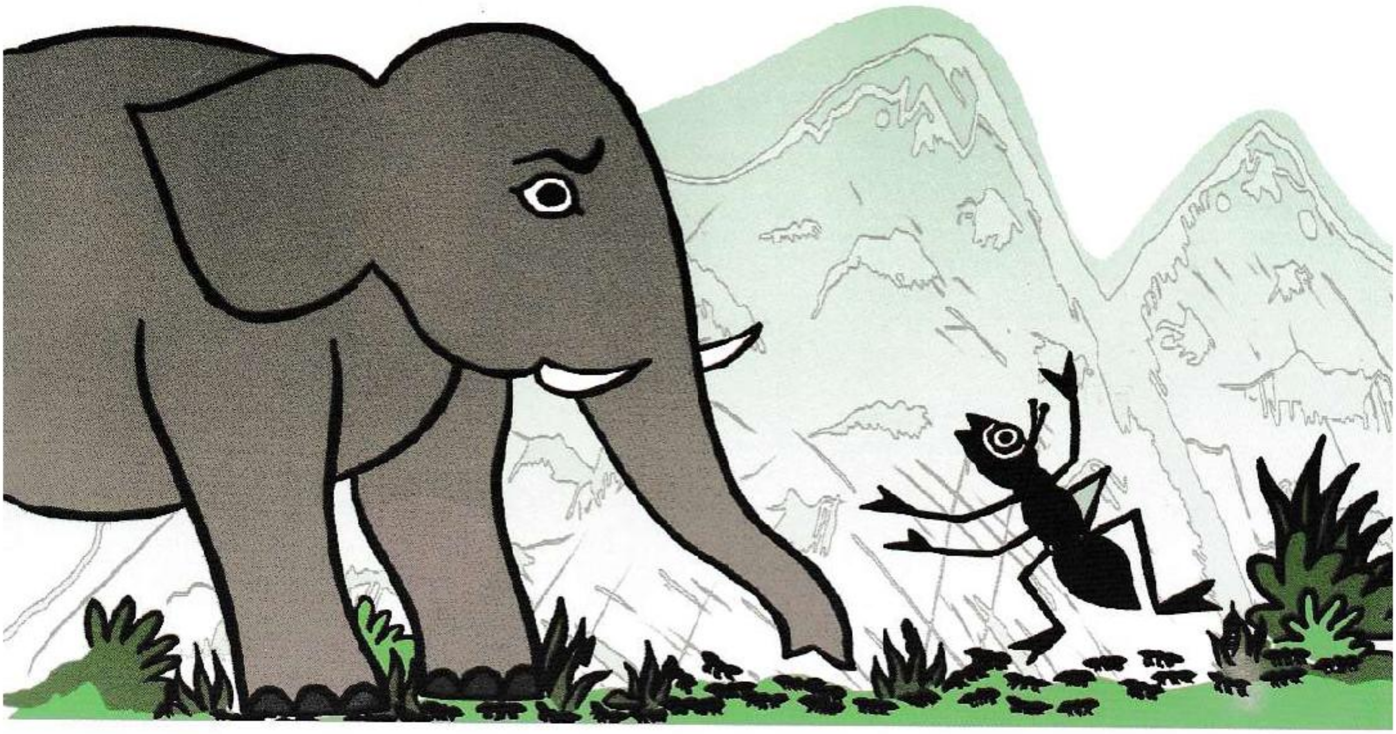
Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

দৌড় প্রতিযোগিতা

একটি রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে একটি হাতি পুকুর থেকে বাড়ি ফিরছিল। সে আনন্দে ছিল। হঠাৎ সে এই দেখে আশ্চর্য হল যে একটি পিঁপড়ের সারি তার পথ কেটে চলেছে।

"তুমি কি আমাকে এখানে হাঁটতে দেখছো না?" হাতিটি গর্জন করে উঠল। “অপদার্থ পোকামাকড়!"



একটি সাহসী ছোট্ট পিঁপড়ে উত্তর দিল, "আমরা ছোট হতে পারি, কিন্তু অপদার্থ নই!"

"আমার দিকে তাকাও, ছোট্ট পিঁপড়ে" হাতিটি বলল। "আমি বনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী! আমি সবকিছু করতে পারি! এখন নিজের দিকে তাকাও। তুমি কী করতে পারো?"

কিন্তু ছোট্ট পিঁপড়েটি পিছপা হলো না। "তুমি যা করতে পারো আমরা তাই করতে পারি!" সে দাবি করল।



"তাই?" হাতিটি হেসে উঠল। "হুমম... দৌড়ের বেলা? তুমি কি আমার বিরুদ্ধে দৌড় প্রতিযোগিতা করবে?"

"আমি আনন্দের সাথে তোমার বিরুদ্ধে দৌড় প্রতিযোগিতা করবো!" পিঁপড়েটি বলল।



"বোকা," হাতিটি নাক ডাকল। “তুমি একদিনে যতটা হাঁটতে পারো তার চেয়ে বেশি জমি জুড়ে আমার তিনটি ধাপ”

পিঁপড়েটি কেবল তাকিয়ে রইল। কোনও উত্তর দিল না। এতে হাতির রাগ আরও তীব্র হয়ে উঠল।

"এখন আমি তোমাকে একটা শিক্ষা দেব!" সে গর্জে উঠল।

দৌড় শুরু হল!

হাতিটি একটা হালকা গতিতে এগিয়ে গেল। বনের পথ ধরে দ্রুত হেঁটে গেল। কিছুক্ষণ পর হেসে উঠল। "ওই বোকা পিঁপড়েটা

নিশ্চয়ই এতক্ষণে অনেক পিছনে রয়ে

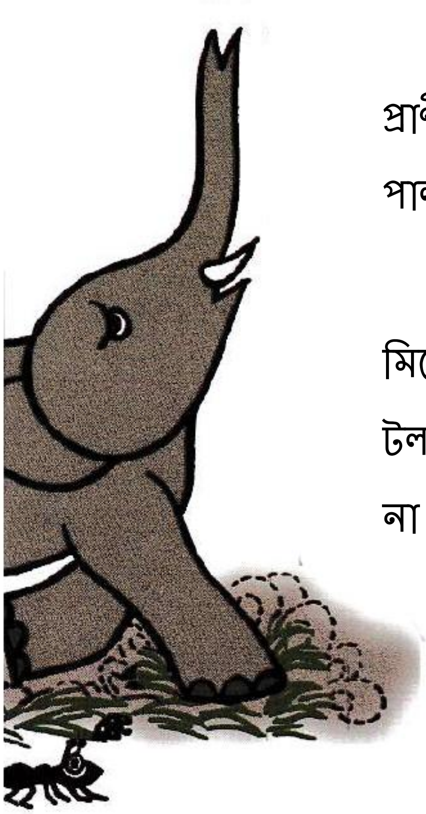
গেছে!"

সে নীচে তাকিয়ে. অবাক হল। নীচে সে একটি পিঁপড়ে দেখতে পেল ।

হাতিটি আবার যাত্রা শুরু করল। এবার, সে দ্রুত এগিয়ে গেল। ঝোপঝাড় আর লতাগুলোকে মাড়িয়ে গেল। গাছপালা ঠেলে দিল। বনের পথ ধরে ধাক্কা মারল, ধপ ধপ শব্দ করে। "জয়"

সে ভাবল। কিন্তু যখন সে বিশ্রাম নিতে থামল, তখন সে কী দেখল? একটা পিঁপড়ে।

"ছোট্ট পিঁপড়েটা কীভাবে আমার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে?" হাতিটি ভাবল। "আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে যাচ্ছি!" সে নিজেকে আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। "আমি হারবো না!" সে প্রতিজ্ঞা করল।



ইতিমধ্যে, দৌড়ের খবর বনজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্যান্য প্রাণীরা দেখার জন্য জড়ো হয়েছিল। "পালাও, ছোট্ট পিঁপড়ে, পালাও!" তারা চিৎকার করে উঠল। "হুররে! হুররে!"

হাতিটি রেগে গেল। কিন্তু এখন তার রাগের সাথে ব্যথা মিশে গেল। তার পেশীতে ব্যথা শুরু হয়ে গেল। তার পা টলমল করছিল। সে আর দৌড়াতে পারছিল না। পথের পাশে একটি গর্ত দেখা দিল।

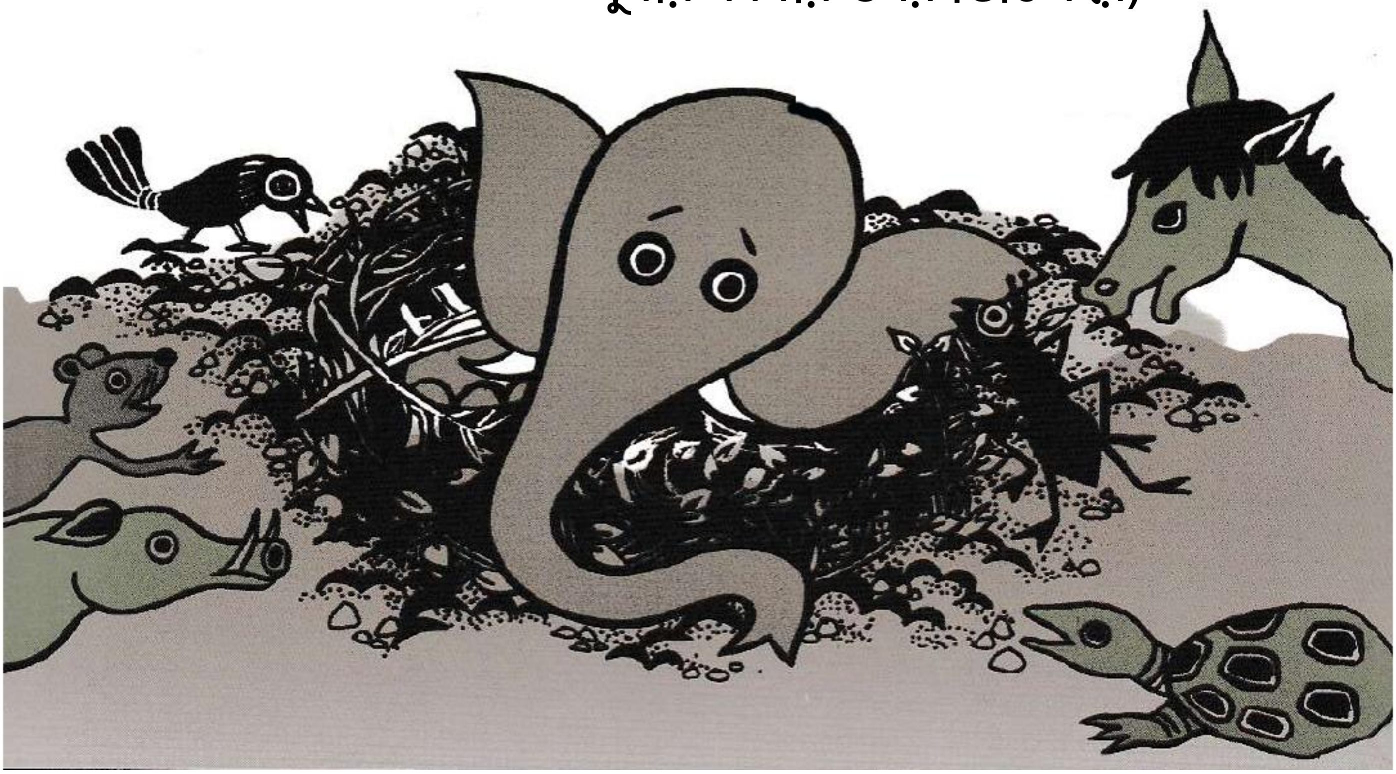


হাতিটি অবাক হয়ে গর্তে পড়ে গেল এবং গর্তে একটি পিঁপড়ে দেখতে পেল! "আমি তোমাকে সাহায্য করব না!" পিঁপড়েটি উঠে বেরিয়ে আসার সময় বলল। অন্যান্য প্রাণীরা সংগ্রামরত হাতিটিকে দেখল। "আমাকে সাহায্য করুন!" হাতিটি তাদের কাছে মিনতি করল। "আমাকে এখান থেকে বের করুন!"

অবশেষে প্রাণীদের করুণা হল। তারা হাতিটিকে গর্ত থেকে বের করে দিল ।হাতি তাদের ধন্যবাদ জানাল এবং বাড়ির দিকে ফিরে গেল। হাতিটি খুব বিভ্রান্ত বোধ করল। "একটি ছোট পিঁপড়ে কীভাবে দৌড়ে একটি হাতিকে হারাতে পারে?" সে ভাবল।বেচারা হাতি! দৌড়ের সময় যখনই সে নীচের দিকে তাকাত, তখনই কাছেই একটি পিঁপড়ে থাকত। হাতিটি ভেবেছিল যে প্রতিটি পিঁপড়েই পুকুরের ধারে দেখা সাহসী পিঁপড়েটি।

সে বুঝতে পারেনি৷ প্রতিবার নীচে তাকালেই সে একটি ভিন্ন পিঁপড়ে দেখেছে! কারণ পিঁপড়েরা সর্বত্র আছে!

(একটি ভারতীয় লোককাহিনী (শোবিতা পুঞ্জার বর্ণনার উপর ভিত্তি করে)



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

রাতে চাঁদ কেন ঝলমল করে।

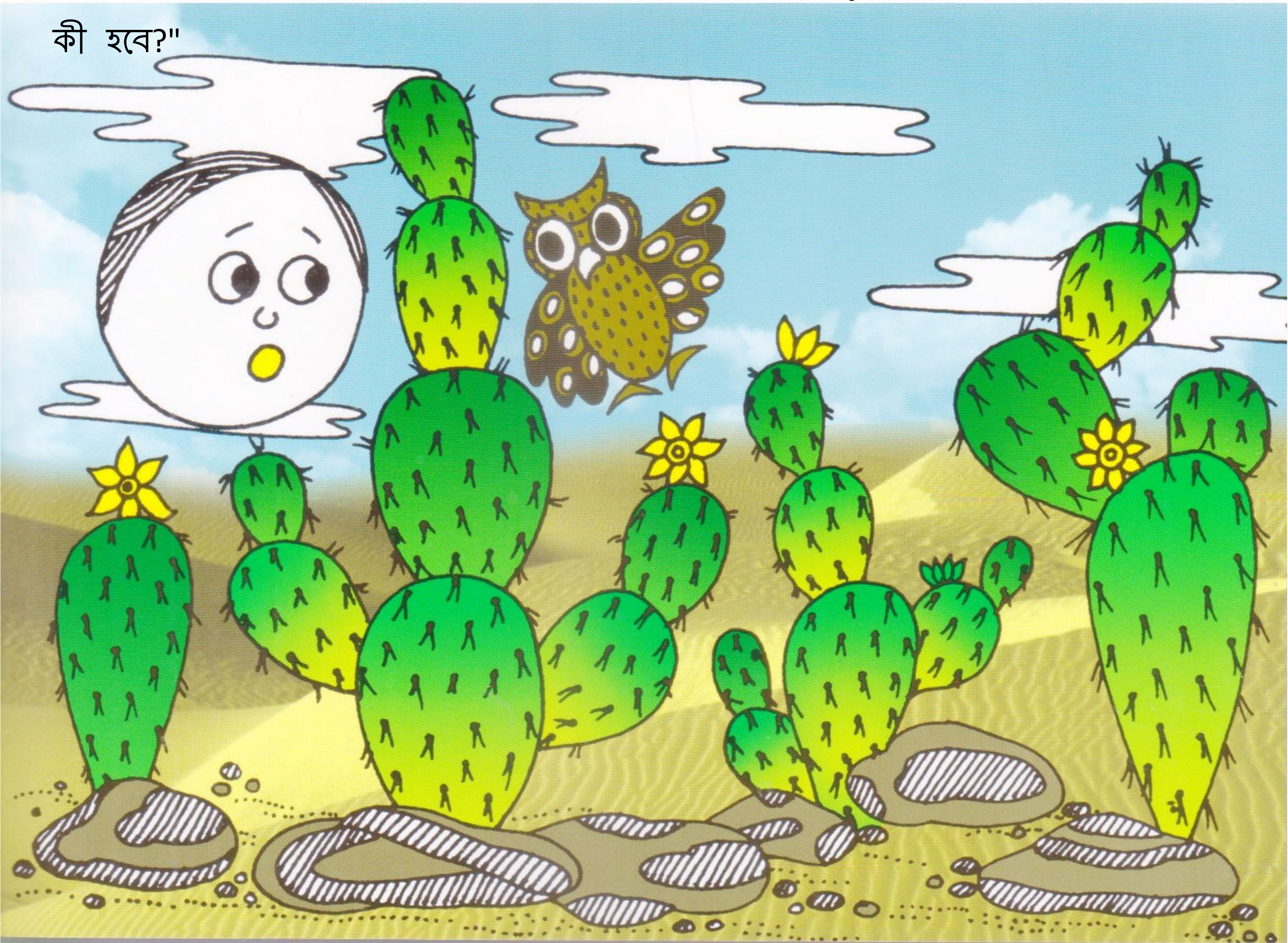
অনেক দিন আগে, চাঁদ আর সূর্য আকাশে একসাথে ঝলমল করতো। একদিন চাঁদ সূর্যের দিকে তাকিয়ে ভাবলো, "সূর্য কত বড়! আর কত উজ্জ্বল!" চাঁদের নিজেকে ছোট এবং নিস্তেজ লাগলো।

চাঁদ ঠিক করলো একটি পেঁচার কাছে সাহায্য চাইবে। চাঁদ পেঁচাকে ঘুম থেকে তুলে বললো, "তুমি কি খোঁজ নিতে পারবে সূর্য কোথায় তার আলো রাখে?"

"আনন্দের সাথে!" পেঁচা বললো ।

"ধন্যবাদ!" চাঁদ বললো। "আমি এই ক্যাকটাস গাছের পিছনে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।"

পেঁচা উড়ে গেলো । চাঁদ অপেক্ষা করছিলো। তার ভয় করছিলো। "সূর্য কোথায় আলো রাখে তা পেঁচা কীভাবে জানতে পারবে? পেঁচা যদি সূর্যকে জাগিয়ে তোলে তাহলে কী হবে?"



চাঁদ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরের দিন সন্ধ্যায়, চাঁদ ক্যাকটাস গাছের কাছে ছুটে গেলো। সে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করছিলো, মাঝে মাঝে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখছিলো পেঁচা আসছে কিনা।

অবশেষে পেঁচা ফিরে এলো । "অবশেষে তুমি এসেছো!" চাঁদ বললো । "আমি তোমার জন্য চিন্তিত ছিলাম।"

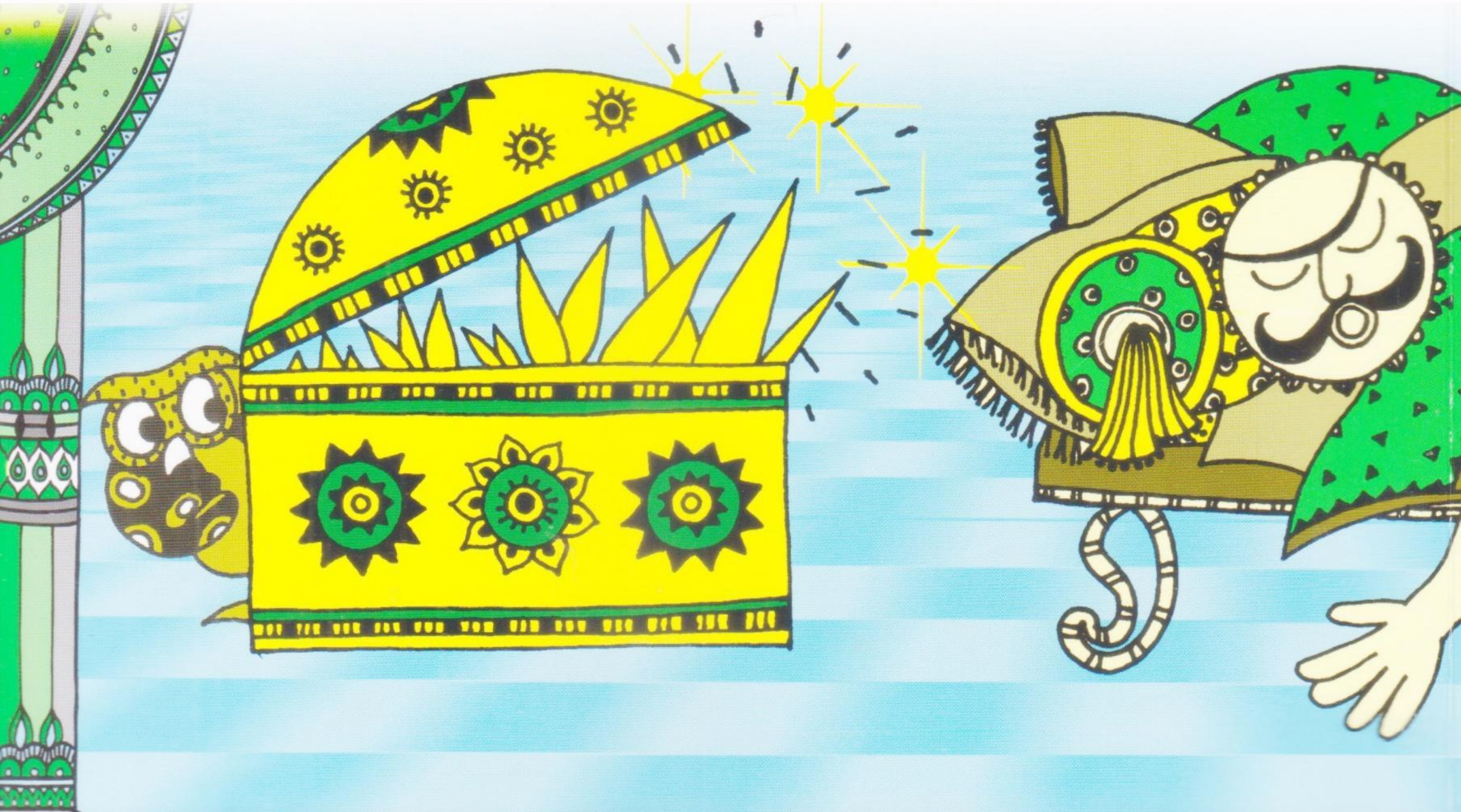
"সূর্য ঘুমানোর আগে তার আলো একটা সিন্দুকে রাখে," পেঁচা ফিসফিসিয়ে বললো।

"ওহ, ধন্যবাদ!" চাঁদ ও ফিসফিসিয়ে বললো । তারপর সে জিজ্ঞেস করলো, "প্রিয় বন্ধু, তুমি কি আমার জন্য আর একটা উপকার করবে?"

" নিশ্চই " পেঁচা বললো।

"তুমি কি আমাকে সূর্যের আলোর একটা ছোট টুকরো এনে দেবে?" "দেব!" পেঁচা বললো।

"আগামীকাল সূর্যাস্তের সময় এখানে দেখা হবে," চাঁদ বললো।



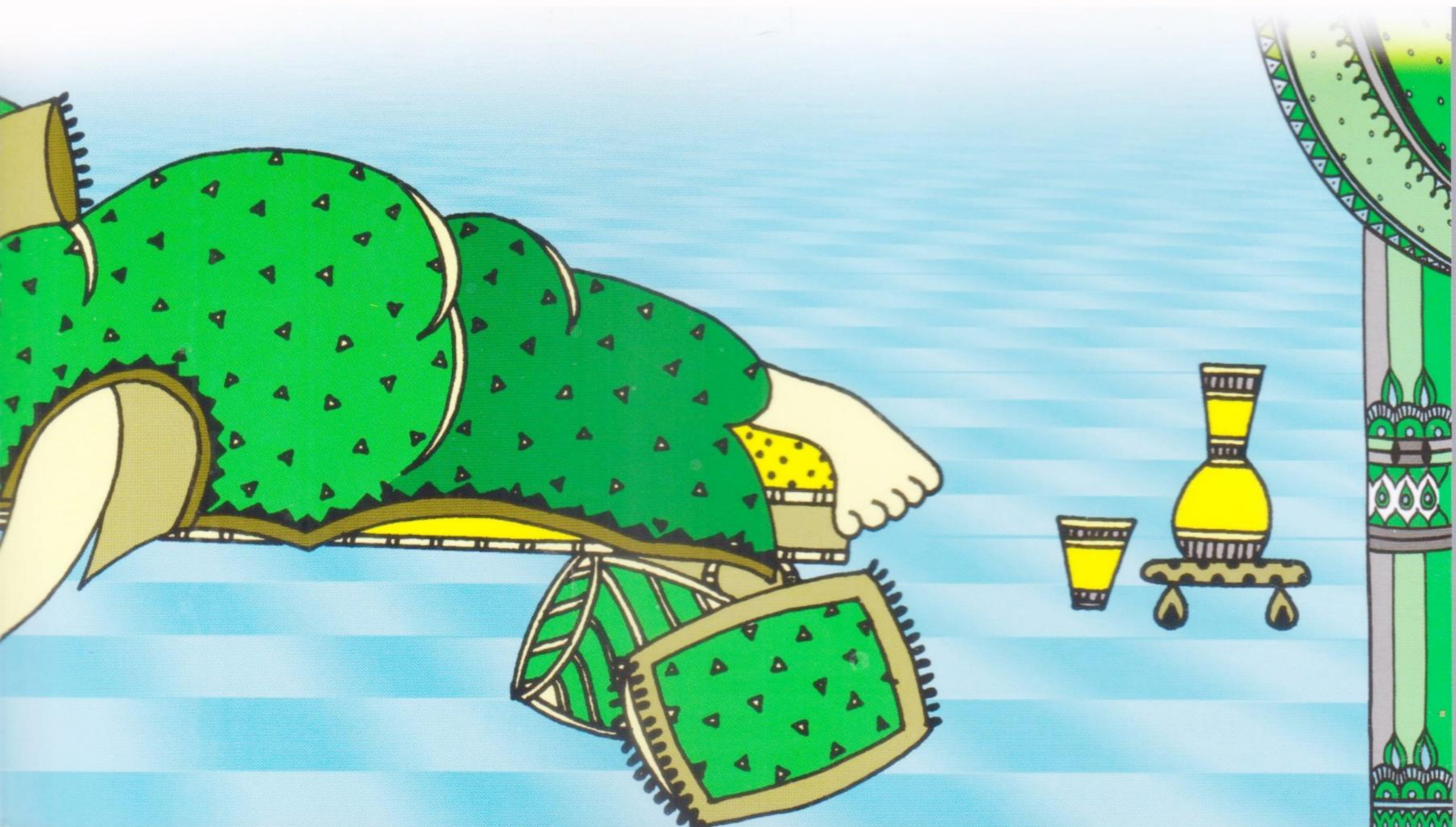
সেই রাতে চাঁদ ঘুমায়নি। "যদি পেঁচা ধরা পড়ে..." সেই চিন্তায় পড়ে গেলো। "পেঁচা কি শব্দ না করে ভেতরে ঢুকতে পারবে?" চাঁদ সারা রাত এবং পরের দিন ভয়ে অপেক্ষা করলো।

অবশেষে, সূর্যাস্তের ঠিক পরে, পেঁচা এলো। সে সূর্যের আলোর একটা ছোট টুকরো নিয়ে এসেছিলো ।

"ধন্যবাদ বন্ধু!" চাঁদ বললো । সে সূর্যের আলো নিজের উপর রাখলো। পেঁচা চাঁদকে প্রশংসা করে বললো"এখন তুমি সত্যিই উজ্জ্বল!"

অনেক মাস কেটে গেলো। প্রতি রাতে পেঁচা সূর্যের বাড়িতে উড়ে যেত। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখতো সূর্য ঘুমাচ্ছে কিনা। তারপর সে চাঁদের জন্য একটু আলো নিতো । ধীরে ধীরে চাঁদের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পেলো । সে রোমাঞ্চিত হলো!

কিন্তু একদিন, সূর্য চাঁদের দিকে তাকালো এবং তারপর নিজের দিকে তাকালো। হঠাৎ সে বুঝতে পারলো যে চাঁদ তার আলো চুরি করছে! সে সারা রাত জেগে থেকে আলোর সিন্দুকটি রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো ।



পেঁচা আসার সাথে সাথেই সূর্য তাকে দেখতে পেলো। পেঁচাকে চাঁদের জন্য আলো নিতে দেখলো । সূর্য পেঁচাকে অনুসরণ করলো এবং চাঁদকে সেই আলো মাখতে দেখলো। সূর্য তখনি চাঁদের মুখোমুখি হল। "তুমি আমার আলো চুরি করলে কেন?" সে জানতে চাইলো।

"তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল! তাই!" চাঁদ বললো।

তারপর সূর্য চাঁদের সমস্ত আলো কেড়ে নিলো। সে চাঁদকে দিনের বেলা ঘুমাতে এবং কেবল রাতে বেরিয়ে আসতে আদেশ দিলো।

পেঁচা তার বন্ধুকে সান্ত্বনা দিলো: "দুঃখ করো না!" সে বললো। "আমি প্রতি রাতে তোমাকে কিছু আলো এনে দেব।"

এবং সে তাই করে। প্রতি রাতে সে সূর্যের আলোর কিছুটা চুরি করে। তাই চাঁদ সর্বদা উজ্জ্বল এবং সুন্দর। তারপর ভোরের ঠিক আগে, চাঁদ পেঁচাকে আলো দেয় এবং পেঁচা সেই আলো আবার সূর্যের সিন্দুকে রেখে আসে ।

এবং এখনও পর্যন্ত সূর্য তাদের ধরতে পারেনি!

নিরুপমা রাঘবন কর্তৃক একটি আদিবাসী আমেরিকান গল্প থেকে রূপান্তরিত



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

Bengali Sriparna Tamhane

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy



শিবি এবং ঈগল

অনেক দিন আগে রাজা শিবি কাশীতে রাজত্ব করত। শিবি তার সকল কাজে সত্যনিষ্ঠ এবং ন্যায়পরায়ণ ছিল। সে সকলের প্রতি স্নেহশীল এবং দয়ালু ছিল এবং সকল জীবের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল।

একদিন রাজা যখন তাঁর বাগানে ছিল, তখন একটি পায়রা দ্রুত উড়ে এল। "আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!" সে চিৎকার করে উঠল।



"ভয় পেও না!" শিবি বলল। "আমি তোমাকে বাঁচাবো।" সে পায়রাটিকে তার বাহুতে ধরে রাখল।

হঠাৎ একটি ঈগল আকাশ থেকে উড়ে এল। "আমাকে ওই পায়রাটা দাও!" সে বলল।

"আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে আমি ওকে বাঁচাবো," শিবি বলল। "এবং আমি কখনও আমার কথার খেলাপ করব না ।"

"এই পায়রা আমার শিকার," ঈগল বলল। "এটি আমার পরিবারকে খাওয়াবে। তুমি কীভাবে আমার পরিবারকে তাদের খাবার থেকে বঞ্চিত করতে পারো?"

"তুমি ঠিক বলেছো!" শিবি বলল। "তবুও এই পায়রা আজ তোমার শিকার হবে না। আমার কাছে অন্য কিছু চাও। আমি আনন্দের সাথে দেব।"

"কিন্তু আমি আর কিছু চাই না," ঈগল বলল। "এই ছোট্ট পায়রাটি আমার একমাত্র চাওয়া।"

শিবি ঈগলকে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই তার মন বদলাতে পারল না। সে অনড় ছিল। শিবিও তার কাছে অনুরোধ করা বন্ধ করল না।

অবশেষে, ঈগল চিৎকার করে বলল, "তুমি পায়রাটিকে বাঁচিয়েছ! আর এখন তার জায়গায় আমি তোমার শরীর থেকে সমান পরিমাণ মাংস নেব।" শিবি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল।

এই আশ্চর্যজনক বিবাদের খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। দর্শকরা বাগানে ভিড় জমাল। এমনকি দেবতারাও উপরে থেকে দেখছিলেন।

সেখানে একটি বিশাল দাঁড়িপাল্লা আনা হয়েছিল। শিবি আলতো করে পায়রাটিকে দাঁড়িপাল্লার এক দিকে শুইয়ে দিল।

তারপর সে তার উরুর একটি টুকরো কেটে দাঁড়িপাল্লার অন্য দিকে রাখল।



অবাক কাণ্ড! দাঁড়িপাল্লার যে দিকে শিবির গায়ের মাংস ছিল সেটা নীচে নেমে গেল ঠিক ই, কিন্তু যে দিকে পায়রাটি ছিল সেদিকটা আরও নীচে নেমে গেল!

প্রহরীরা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শিবি কিন্তু আশ্চর্য হল না। সে কেবল তার উরুর আরেকটি টুকরো দাঁড়িপাল্লায় রাখল।



কিন্তু তবুও পায়রার দিকটা তার দিকের থেকে নীচে রইল!

শিবি নিজের টুকরো আরও বেশি করে দাঁড়িপাল্লায় রাখল। কিন্তু পায়রার দিকটা তার দিকের থেকে নীচে রইল।

শেষে, রাজা তার সম্পূর্ণ দেহটি দাঁড়িপাল্লার এক দিকে রাখল। অবশেষে, দাঁড়িপাল্লার দুটি দিক সমান হল। "এই যে," শিবি বলল। " এবার তোমার দাবি পূরণ হয়েছে।"

সব দর্শকরা রাজার বলিদানে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। "শিবি! শিবি!" তাঁরা ডাকলেন।

দেবতারা নিজেরাই ফুল ছিটিয়ে দিলেন। তারা তাকে আশীর্বাদ করলেন এবং প্রশংসা করলেন।



তারা শিবিকে বললেন, "আরেকজন রাজা হয়তো বলতেন, 'ওটা তো একটা ছোট্ট পাখি। আমার জীবন আরও মূল্যবান!' কিন্তু তুমি তোমার কথার প্রতি সত্যনিষ্ঠ ছিলে এবং পায়রাটির জীবনের জন্য তোমার জীবন উৎসর্গ করেছ। পৃথিবী চিরকাল তোমাকে সম্মান করবে।"

এবার ঈগল এবং পায়রা তাদের ঐশ্বরিক রূপ ধারণ করল। তারা কেবল রাজাকে পরীক্ষা করার জন্য এসেছিল! সমস্ত দেবতা শিবিকে আবার আশীর্বাদ করলেন এবং অদৃশ্য হয়ে গেলেন।



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

45

অনুগত ছাত্ররা

একদিন একজন গুরু এবং তাঁর ছাত্ররা একটি যাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন। তারা একটি গরুর গাড়িতে ভ্রমণ করছিলেন।

মৃদু বাতাস বইছিল। বাতাস উষ্ণ ছিল। তাদের চারপাশের মাঠ থেকে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল। গাড়িটি আগে পিছে মৃদু দুলছিল। গুরু আরামে ঘুমিয়ে পড়লেন।

হঠাৎ পথটা এবড়োখেবড়ো হয়ে উঠল। গাড়িটি কাঁপতে শুরু করল। গুরুর পাগড়িটি মাথা থেকে সরে মাটিতে পড়ে গেল!

ছাত্ররা কাঁপতে শুরু করল । কী করা উচিত?

গুরু বলেছিলেন, "আমাকে জিজ্ঞাসা না করে কখনও কিছু করবে না!"

তারা পাগড়িটা পথেই পড়ে থাকতে দিল!



গুরু চোখ খুললেন। "আমার পাগড়ি কোথায়?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। ছাত্ররা তাকে কী ঘটেছে তা জানাল।

"বোকা! অপদার্থের দল!" তিনি ধমক দিলেন। " তোমরা পাগড়িটি মাটিতে পড়ে যেতে দেখলে! কি করে সেটা না তুলে থাকলে ?" তারপর তিনি তাদের আদেশ দিলেন, "এখন থেকে যা পড়ে যাবে তা তুলে নিও।“

গুরু তাঁর চোখ বন্ধ করলেন। কিন্তু ছাত্ররা পলক ফেলার ও সাহস করল না! তারা দেখল যে গাড়ি থেকে যেন কিছু পড়ে না যায়।

তারা ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলতে লাগল । হঠাৎ একটি ষাঁড় তার গোবরের একটি স্তূপ ফেলে দিল। ছাত্ররা কাঁপতে শুরু করল। তারপর তারা গোবরটুকু একটি ঝুড়িতে তুলে ঝুড়িটি তাদের গাড়িতে তুলে নিল।

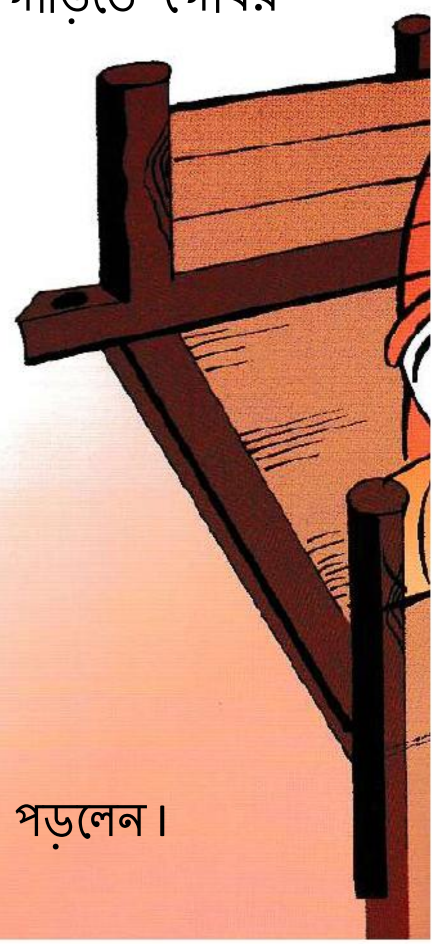
শীঘ্রই গুরুর চোখ খুলল। তিনি বুঝতে পারলেন গাড়িতে গোবর আছে। গোবর দেখে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "এটা কি?" "আপনি বলেছিলেন যা পড়ে যাবে তা তুলে নিতে। আমরা তাই করেছি। "

গুরু তাঁর কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না । তিনি ছাত্রদের খুব বকলেন ও তাদের দিয়ে গোবর টা ফেলালেন ।

উফ !

গুরু এবার দুটি তালিকা তৈরী করলেন । পড়ে গেলে কী কী জিনিস তোলা উচিত ও কী কী তোলা উচিত না। সেই

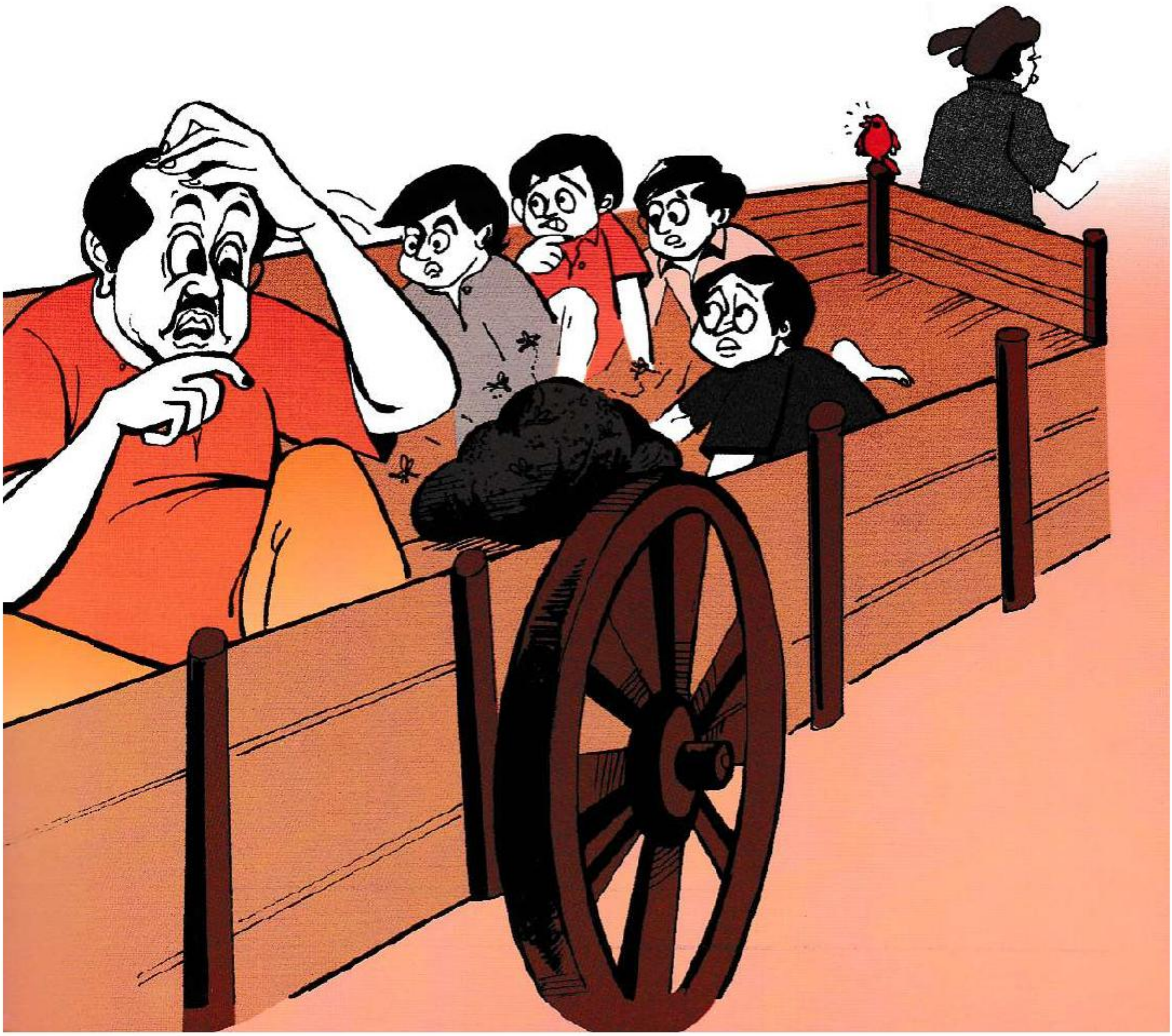
তালিকা দুটি ছাত্রদের দিয়ে তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।



তারা মাঠ ঘাট ও গ্রাম পেরিয়ে এগিয়ে চলল । তারা এমন এক জায়গায় পৌঁছল যেখানে মাটি খুব রুক্ষ ছিল। হঠাৎ গাড়িটি ভীষনভাবে দুলতে লাগল। গুরু একটি গর্তে পড়ে গেলেন!

"আমাকে এখান থেকে বের কর!" তিনি চিৎকার করে উঠলেন। ছাত্ররা কাঁপতে লাগল । তারা গুরুর দেওয়া তালিকার দিকে তাকিয়ে থাকল।

তারপর, তারা চিৎকার করে বলল "হে গুরু! তালিকায় আপনার নাম নেই। অতএব, আপনাকে গর্ত থেকে বের করা উচিত নয়!"।



গুরু মিনতি ও অনুনয় করলেন। কিন্তু ছাত্ররা হাল ছাড়ল না। "আপনি আমাদের পরীক্ষা করছেন! এটা স্পষ্ট!" তারা বলল। "আমরা আপনার অবাধ্য হব না, গুরুদেব!"

গুরু এক কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে গেলেন।তিনি গর্ত থেকে বেরোনোর কোনো উপায় দেখতে পেলেন না। তিনি অনেক ভেবে দেখলেন।

অবশেষে, তিনি ছাত্রদের বললেন তাকে তালিকাগুলো দিতে।তিনি একটা কলম চাইলেন । তারপর তিনি সেই তালিকাটি নিলেন যাতে গাড়ি থেকে পড়ে গেলে কী কী জিনিস তুলতে হবে তার নাম লেখা ছিল। গুরু তাঁর নাম সেই তালিকায় যোগ করলেন। তারপর তিনি তালিকাগুলো ছাত্রদের ফেরত দিলেন।

"এক, দুই, তিন!" বলে ছাত্ররা গুরুকে গর্ত থেকে তুলে নিল। তিনি আবার গাড়িতে বসলেন।

যাত্রা চলতে থাকল। গাড়িটা মৃদুভাবে দুলছিল। ছাত্ররা আরাম করে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু গুরু ঘুমোলেন না। তিনি তাঁর চোখ খোলা ই রাখলেন ।

ভারতের একটি গল্প.



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

তোতাপাখির রত্ন

একবার এক বণিকের একটি তোতা ছিল যে কথা বলত । সে তোতাপাখিটিকে অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করত এবং তাকে থাকার জন্য একটি রুপোর খাঁচা কিনে দিয়েছিল । সে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তার জ্ঞানের কথাগুলো শুনত।

তোতাপাখি তার সব প্রশ্নের উত্তর স্বেচ্ছায় দিত। কিন্তু সে সবসময় বলত, "আমাকে আমার খাঁচা থেকে বের করে দাও। আমি মুক্ত হতে চাই।"

বেচারা বণিক উত্তর দিত, "ওটা ছাড়া আর কিছু! আমি তোমাকে ওটা ছাড়া আর যে কোনও কিছু দেব!"

একদিন তোতাপাখি বলল, "যদি তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে তিনটি কালজয়ী উক্তি বলব।"



বণিক ভাবল, "জীবনব্যাপী উত্তরের বিপরীতে মাত্র তিনটি উক্তি?" সে প্রত্যাখ্যান করার জন্য মুখ খুলল।

তারপর সে ভাবল, "যদি আমি তোতাপাখিকে তার খাঁচায় রাখি, তাহলে সে আমার যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দেবে। কিন্তু যদি আমি কখনও সঠিক প্রশ্ন না করি? আমি কখনও তিনটি কালজয়ী উক্তি শুনতে পাব না!"

তাই সে বলল, "তোতাপাখি, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব!"

সে খাঁচা খুলে দিল এবং তোতাপাখি উড়ে গেল। বণিকের হাতে বসে রইল। "এই প্রথম উক্তি," সে বলল। "হারানো ধন নিয়ে কেঁদো না।"

"তুমি আমাকে নতুন কিছু বলছো না!" বণিক চিৎকার করে উঠলো।

তোতাটি উড়ে বাড়ির উপরে গিয়ে বসল ।

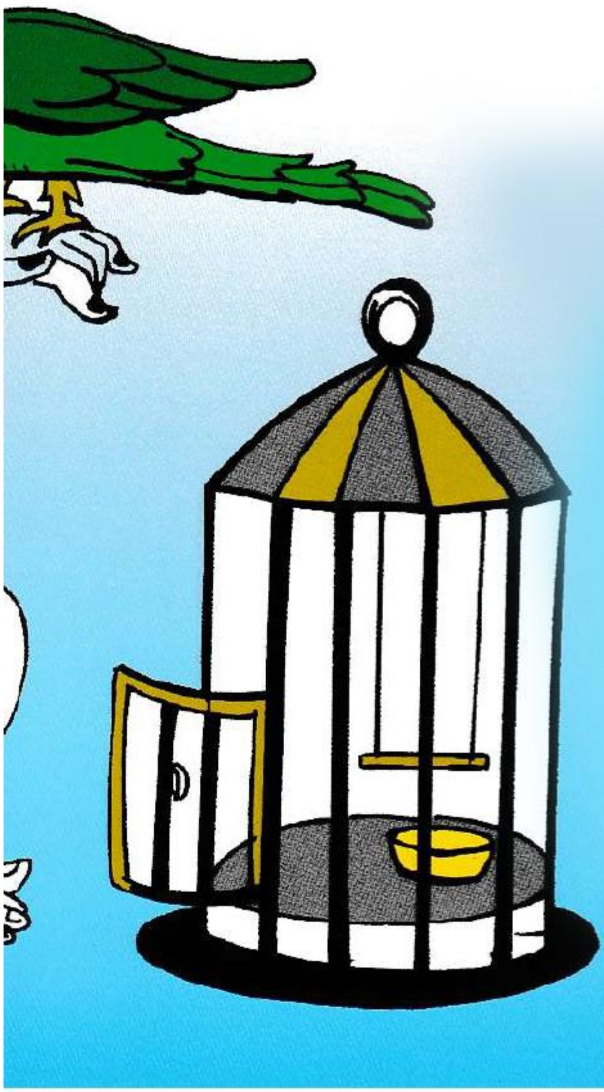


"এই হল পরের উক্তি: “যা শুনছ তা বিশ্বাস কর না।" এবার বণিক সত্যিই বিরক্ত হয়ে উঠল। “ এ তো আমি জানি। আমাকে এমন কিছু বল যা আমি জানি না!"

তোতা হেসে উঠল। "তোমাকে এমন কিছু বলব যা তুমি জানো না? ঠিক আছে: আমি আমার পেটে মূল্যবান পাথর বহন করছি!"

এটা অবিশ্বাস্য ছিল। "মূল্যবান পাথর! ! আর আমি কি না তোমাকে ছেড়ে দিলাম ! " বণিক মাথা নাড়লো। "আমি কী বোকা! আমি সারা জীবন সেই সিদ্ধান্তের জন্য অনুতপ্ত থাকবো!"

তৎক্ষণাৎ তোতা বলল "এক মিনিট আগে আমি তোমাকে বলেছিলাম, 'হারানো ধন নিয়ে কেঁদো না।' আর তুমি ঠিক তাই করছ।"



বণিক বাকরুদ্ধ হয়ে গেল।

"এরপর, আমি বললাম, 'যা শুনছ তা বিশ্বাস করো না!' কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর যে আমার পেটে মূল্যবান পাথর আছে!"

বণিক পাখিটির দিকে তাকিয়ে রইল। "আমি..." সে শুরু করল।

তাকে চুপ করিয়ে তোতাপাখি বলল, "আমার দিকে তাকাও। আমি তোমার ঘরের ছাদে কিভাবে উঠেছি? পেটে মূল্যবান পাথর থাকা সত্ত্বেও, আমি কি উড়তে পারি ?"

তোতাপাখি সত্যি বলছিল!

যদি বণিক তার কথা ফিরিয়ে নিতে পারত! এই অসাধারণ পাখিটি তাকে ঘন্টার পর ঘন্টা বিনোদন করে এসেছে। সে কীভাবে একে হত্যা করার কথা ভাবতে পেরেছিল?

"আমি দুঃখিত," সে বলল।

"আর এখন," তোতাপাখি বলল, "আমার তৃতীয় এবং শেষ উক্তি: কথা কেবল কানের শোনার জন্য নয়, মনের বোঝার জন্যও! বিদায়! এবং মনে রেখো। শোনার সাথে বুঝতে ভুলো না!"

বণিক হাঁ করে তোতাপাখিটিকে উড়ে যেতে দেখল।.



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

Bengali Sriparna Tamhane

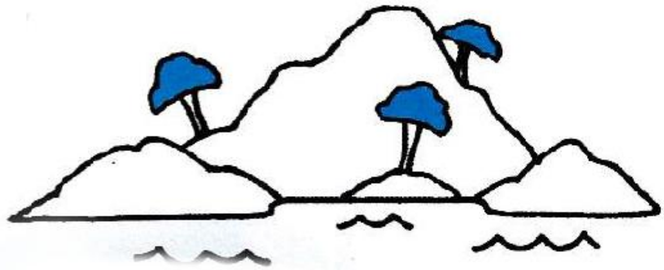
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy

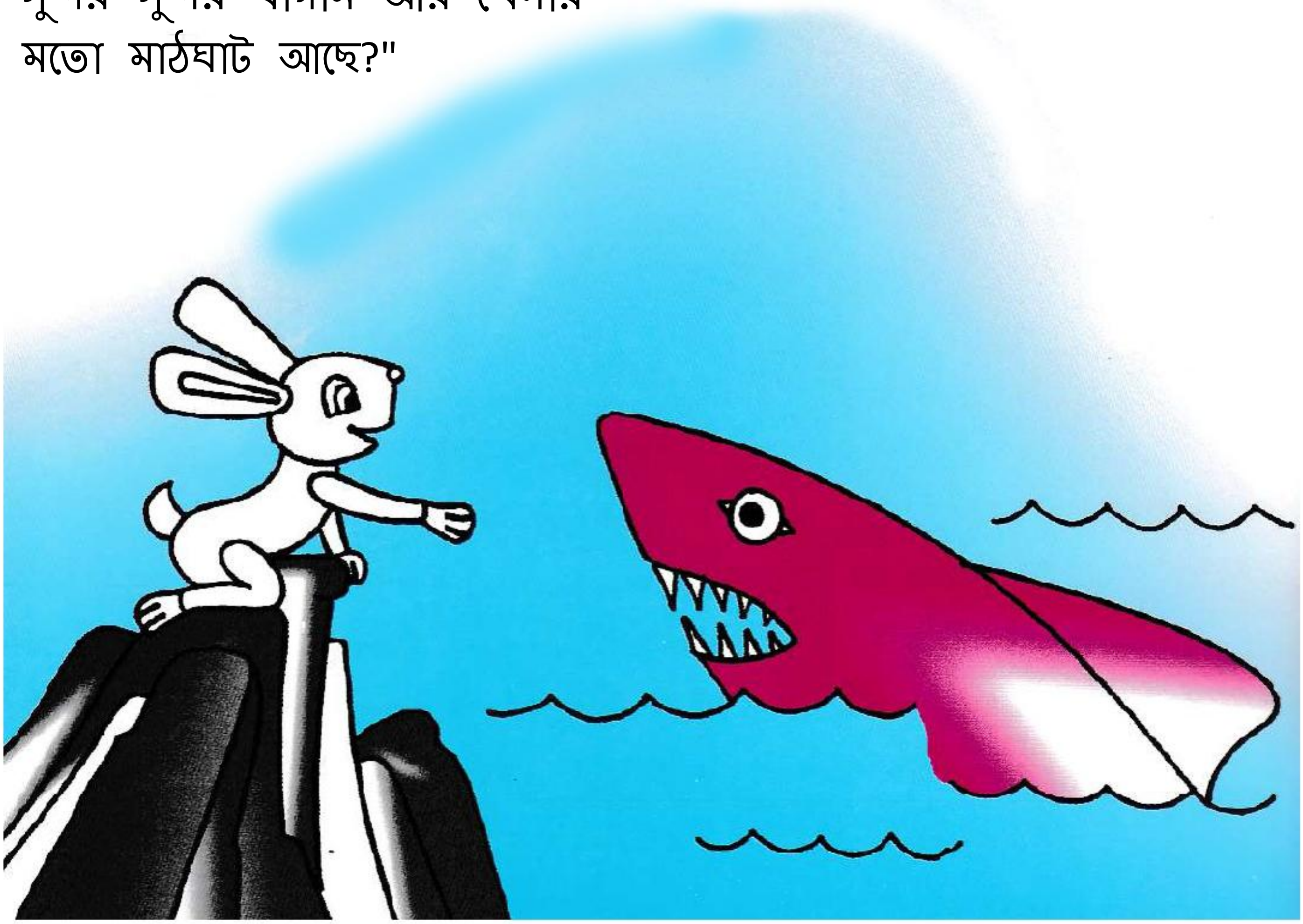
47 যে খরগোশটি সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল

একদা এক ছোট্ট খরগোশ ছিল, যে সমুদ্রকে খুব ভালোবাসত। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমুদ্রতীরে বসে ঢেউ দেখত, দেখত সমুদ্রের পাখিদের আর জোয়ারের টানে ভেসে আসা নানা জিনিস।

সমুদ্রের ওপারে, খুব বেশি দূরে নয়—এমনই এক জায়গায় ছিল একটি ছোট দ্বীপ। কোনো কোনো দিন মেঘ বা কুয়াশার আড়ালে দ্বীপটি ঢাকা পড়ে যেত। কিন্তু অন্য দিনগুলোতে খরগোশটি সেটিকে স্পষ্ট দেখতে পেত।



দ্বীপটি খরগোশটির কল্পনাকে জাগ্রত করল । সে ভাবল, "ওখানে কারা থাকে? ওখানে কি সুন্দর সুন্দর বাগান আর খেলার মতো মাঠঘাট আছে?"

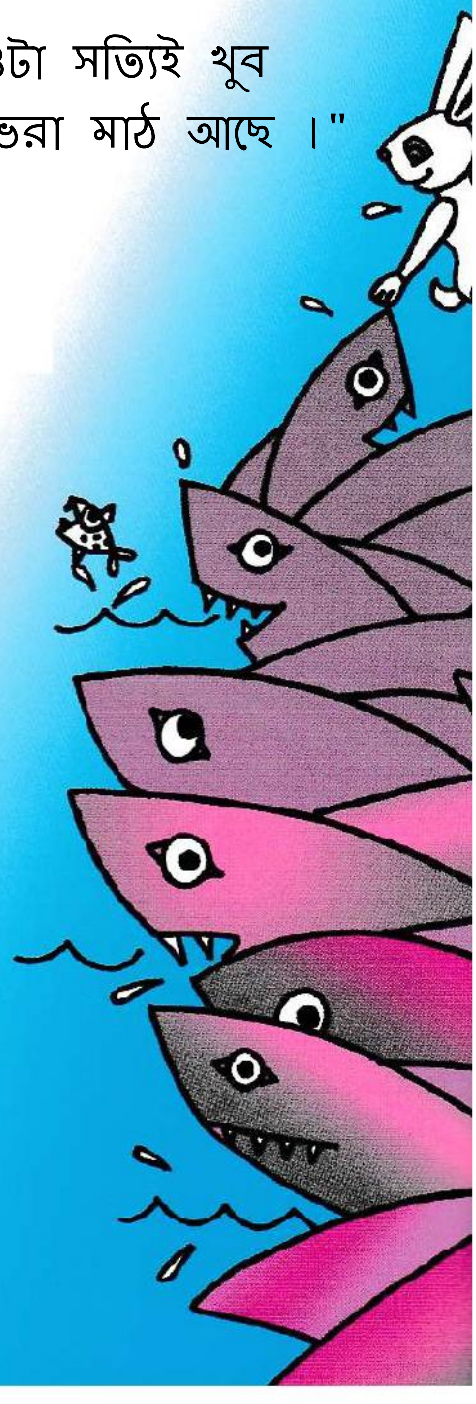


এখন যখনই খরগোশটি বসে সমুদ্রের দিকে তাকাত, তার দৃষ্টি গিয়ে আটকে যেত সেই দ্বীপটির ওপর। তার মনে সেখানে যাওয়ার জন্য এক গভীর বাসনা জেগে উঠল। কিন্তু যাবে কীভাবে?

একদিন একটি হাঙ্গর লক্ষ্য করল যে, খরগোশটি সমুদ্রের ওপারে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হাঙ্গরটি তার মাথা তুলে জিজ্ঞেস করল, "বন্ধু খরগোশ, তুমি ওদিকে কী দেখছ?"

খরগোশটি বলল, "আমি ওই দ্বীপটি দেখছি। ওটা ভীষণ সুন্দর! তুমি কি কখনো সেখানে গিয়েছ?"

"হ্যাঁ, আমি সেখানে গিয়েছি," হাঙ্গরটি বলল। "ওটা সত্যিই খুব সুন্দর। ওখানে সমুদ্রসৈকত, বন-জঙ্গল আর ফুলে ভরা মাঠ আছে ।"



খরগোশটির মনে তখন সেখানে যাবার জন্য তীব্র বাসনা জাগল । কিন্তু হাঙ্গরের কাছে সাহায্য চাইতে সে ভয় পাচ্ছিল। কারণ হাঙ্গরটি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, আর খরগোশটি ছিল ছোটখাটো ও দুর্বল।

খরগোশটি বুঝতে পারল যে তার একটি পরিকল্পনার প্রয়োজন। সে ঠিক করল, সে হাঙ্গরটিকে বোকা বানিয়ে তার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে নেবে। সে বলল, "আচ্ছা বলো তো বন্ধু হাঙ্গর, কার আত্মীয়স্বজন বেশি—তোমার, নাকি আমার?"

হাঙ্গরটি হেসে উঠল, "আরে, অবশ্যই আমার! আমার আত্মীয়স্বজনরা তো পুরো সমুদ্রটাই দখল করে রেখেছে!"

"তুমি কি আমাকে তাদের দেখাবে?" খরগোশটি জিজ্ঞেস করল। "তুমি কি তাদের ডেকে এক সারিতে দাঁড় করাবে, যাতে আমি তাদের গুনে দেখতে পারি?"



"ডাকবোনা কেন?" হাঙ্গরটি বলল।

অচিরেই হাঙ্গরদের একটি দীর্ঘ সারি তৈরি হয়ে গেল, যা সমুদ্রের এপার থেকে একেবারে সেই দ্বীপটি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

"এবার দেখ!" খরগোশটি বলল। "যদি খরগোশের চেয়ে হাঙ্গরের সংখ্যা বেশি হয়, তবে আমি তোমাকে একটি পুরস্কার দেব! আর যদি হাঙ্গরের চেয়ে খরগোশের সংখ্যা বেশি হয়, তবে তুমি আমাকে একটি পুরস্কার দেবে। রাজি?"

"রাজি!" হাঙ্গরটি বলল।

"আমি তোমার আত্মীয়দের সংখ্যা গুনতে যাচ্ছি," খরগোশটি বলল। "আমি তাদের পিঠের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে এই গণনার কাজটি সম্পন্ন করব।" খরগোশটি খুব সাবধানে প্রথম হাঙ্গরটির পিঠে পা রাখল এবং গুনে বলল, "এক!" এরপর সে সাবধানে দ্বিতীয় হাঙ্গরটির পিঠে পা রাখল এবং গুনে বলল, "দুই!" দ্বীপটি পৌঁছানো পর্যন্ত সে এভাবেই পা ফেলে সামনে এগোতে থাকল এবং গুনতে থাকল। তার নতুন বন্ধুটি তার পাশ দিয়েই সাঁতরে তাকে সঠিকভাবে গণনা করতে সাহায্য করছিল।

অবশেষে যখন খরগোশটি ডাঙায় পা রাখল, তখন সে বেশ স্বস্তিবোধ করল। সে হাঙ্গরটির দিকে ঘুরে দাঁড়াল এবং বলল—

"বন্ধু হাঙ্গর, আমার মনে হয় হাঙ্গরের চেয়ে খরগোশের সংখ্যাই বেশি। তবে আমি ঠিক নিশ্চিত নই। তাই আমি এই দ্বীপে থাকা আমার আত্মীয়দের সংখ্যা গুনতে যাচ্ছি। আমার গণনা শেষ হলে আমি এসে তোমাকে ডাকব। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে," হাঙ্গরটি উত্তর দিল।

"তোমার আত্মীয়স্বজনদের মোট সংখ্যাটা কিন্তু ভুলে যেও না!" খরগোশটি বলল। এরপর সে দ্বীপটি ঘুরে দেখার উদ্দেশ্যে দৌড়ে চলে গেল।

কয়েক সপ্তাহ পর সে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিল। সে সমুদ্রতীরে গেল এবং হাঙ্গরটিকে ডাকল। কিন্তু তার সেই ডাকের জবাবে কেবল ঢেউয়ের কলকলানি ভেসে এল।

এখন বাড়ি ফিরবে কীভাবে? খরগোশটি একটি পাথরের ওপর বসল এবং ভাবতে লাগল... একদিন তার মাথায় একটি নতুন বুদ্ধি এল...

একটি জাপানি লোককাহিনির রূপান্তর



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

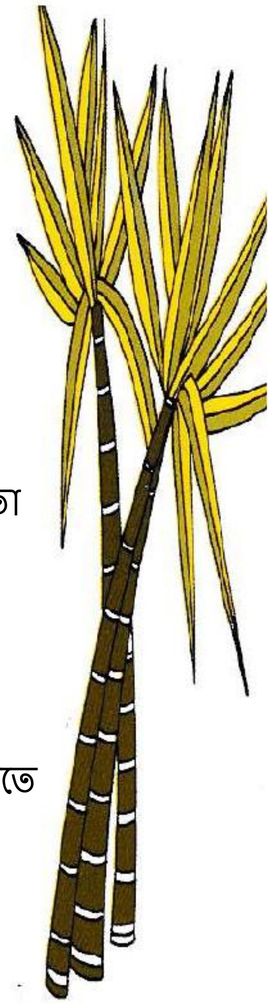
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

48

আমরা কারা?



মাটির উপরে ফুলেরা এখনো হাসছে,
আর ফলগুলো লুকিয়ে আছে মাটির নিচে!

আমরা লুকিয়ে থাকি আমাদের পাতলা, কালচে খোসার আড়ালে;
জলে ভিজে নরম হওয়ার পর, আমরা সেই খোসা ফেটে বেরিয়ে আসি—
পুষ্টিকর ইডলি আর দোসা তৈরির জন্য প্রস্তুত হয়ে।



আমার রঙ কখনো ঘিয়ে-সাদা, আবার কখনো মুক্তোর মতো ধবধবে সাদা;
আমি তেলে পরিপূর্ণ;
আমার স্বাদ বাদামের স্বাদের মতন;
আমি প্রোটিন আর ভিটামিনে ভরপুর;
আমার মতো এক হাজার দানা তুমি এক হাতেই ধরে রাখতে পারবে!

এই যে ছোট ছোট মেরুন রঙের দানাগুলো—
কে পারবে এদের এক সুতোয় গেঁথে ফেলতে?
আর যদি এরা ছড়িয়ে পড়ে, তবে কে পারবে
এদের আবার এক জায়গায় জড়ো করতে?

রেশমের মতো সোনালি সূত্র —
যেন হালকা সবুজ রঙের চাদরের ওপর বিছানো;
এই দেয়ালগুলোর আড়ালে—
দাঁড়িয়ে আছে এক সোনালি রত্নভাণ্ডার।

যদি সে তোমাকে আঘাত করে—
তবে কী ভীষণ ব্যথা!
আর যদি তুমি তাকে খাও—
তবে কী দারুণ তৃপ্তি!



রাগি, আখ, ধান, তিল, চীনাবাদাম, কলাই, ভুট্টা।







তার জন্ম হয় মাটির বুকে;
সে মাটির গভীরে গর্ত খুঁড়ে প্রবেশ করে;
সে মাটির ভেতর থেকেই তার খাবার খুঁজে নেয়—
এই জাদুকরই মাটিকে করে তোলে উর্বর।

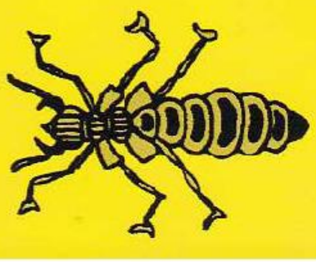
আমার বিশাল চোখ দিয়ে আমি সব দিকেই দেখতে পাই;
ঘরের যেকোনো কোণেই আমি উড়ে যেতে পারি;
তোমরা যে খাবার রান্না করছ, তা খেতে আমি খুব ভালোবাসি—
আবার যে খাবার তোমরা ফেলে দিচ্ছ, সেটাও আমি চেটেপুটে খাই;
আর যদি তোমরা আমাকে মারতে তেড়ে আসো—তবে আমি ঠিকই
ফসকে বেরিয়ে যাই!



মাটি দিয়ে গড়া তাদের সেই দুর্গের ভেতর—
ছোট ছোট সাদা প্রাণীরা অবিরাম পরিশ্রম করে চলে;
একটু উঁকি দিয়ে দেখো তো ভেতরে—হয়তো দেখবে
একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে!



আমি কখনো স্থির হয়ে ভাসি, আবার কখনো বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলি;
আমি মুহূর্তেই ওপর-নিচ করে উড়ে বেড়াই;
আমি সামনে-পেছনে তীব্র বেগে ধাবিত হই;
আমার ধারালো ডানাগুলো সবসময়ই সোজা ও প্রসারিত থাকে—
সে আমি উড়ন্ত অবস্থাতেই থাকি, কিংবা বিশ্রামরত অবস্থাতেই;
আমিই সবচেয়ে দ্রুতগামী, আর আমিই সেরা!



উজ্জ্বল, রঙিন আর রেশমের মতো কোমল
গঠনে ছিমছাম আর কাগজের মতো পাতলা
একটি থাকে প্রতীক্ষায়, অন্যটি আসে পান করতে—
বল তো দেখি, কোনটি পাপড়ি আর কোনটি ডানা?

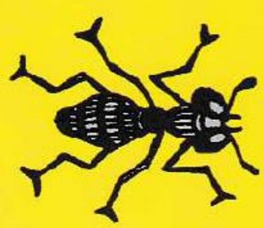
দেখতে এটি যেন এক ছোট্ট সাপ
বাদামী আর লালচে রঙের ছটায় রাঙানো
এর রয়েছে শত শত পা
এর কামড় বিষাক্ত এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক

আমার আছে অসংখ্য পায়ের জোড়া
তবুও আমি চলি অতি ধীরগতিতে
পড়ে থাকা শুকনো পাতাই আমার আহার
তুমি যদি আমাকে স্পর্শ করো—
তবে আমি গুটিয়ে গিয়ে বলের আকার নিতে পারি

আলোর নাচে মেতে ওরা ওড়ে দল বেঁধে
অন্ধকারের মাঝে ওরা জ্বলে আর নিভে যায়
ওদের ধাওয়া করায় কি মজা!

সে তার সুতো কাটে
আর বোনে তার জাল
সে তার অতিথিকে ভক্ষণ করে
তারপর নেয় বিশ্রাম





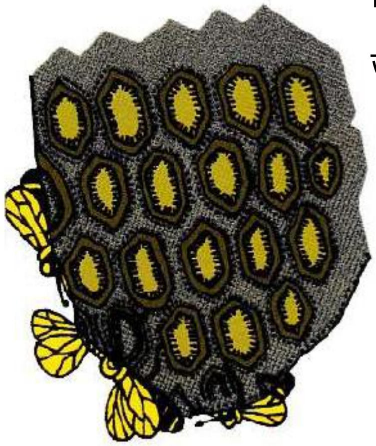


হাজার মানুষের এক বিশাল রাজপ্রাসাদ—
সেখানকার সমস্ত ক্ষমতা কেবলই এক স্ত্রীর হাতে



আমাদের গায়ের রঙ বাদামী
আমরা লুকিয়ে থাকি নর্দমা আর ফাটলের মধ্যে
অন্ধকার নামলেই আমরা বেরিয়ে আসি—
কিন্তু তুমি যদি আলো জ্বালিয়ে দাও, তবেই আমরা পালাই

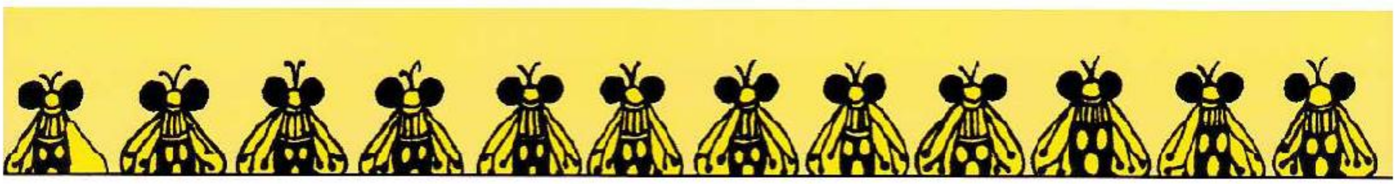
সে এক অতি ক্ষুদ্র প্রাণী
ঘুরে বেড়ায় গভীর অরণ্যের মাঝে
নিজের ইচ্ছেমতোই সে শিকার করে ফেরে—
তাকে শাসন করার কেউ নেই সেখানে



আমাদের বসতির সবার আহার জোগাতে
আমরা অবিরাম করে যাই কঠোর পরিশ্রম
বোঝা কাঁধে তুলে বয়ে নিয়ে যাই
একসাথে কাজ করি, একে অপরকে সাহায্য করি—
আর সবসময়ই খুঁজে নিই কোনো না কোনো কাজ

সেই রূঢ় ডাক্তারটি এসে আমাকে ইনজেকশন দিল
তারপর তার পারিশ্রমিকটুকু পান করে সে বিদায় নিল

পিঁপড়া, মাছি, মশা, মিলিপিড, জোনাকি, প্রজাপতি, উকুন, উইপোকা,
ফড়িং, মাকড়সা, রানি মৌমাছি, কেঁচো, সেন্টিপিড, তেলাপোকা

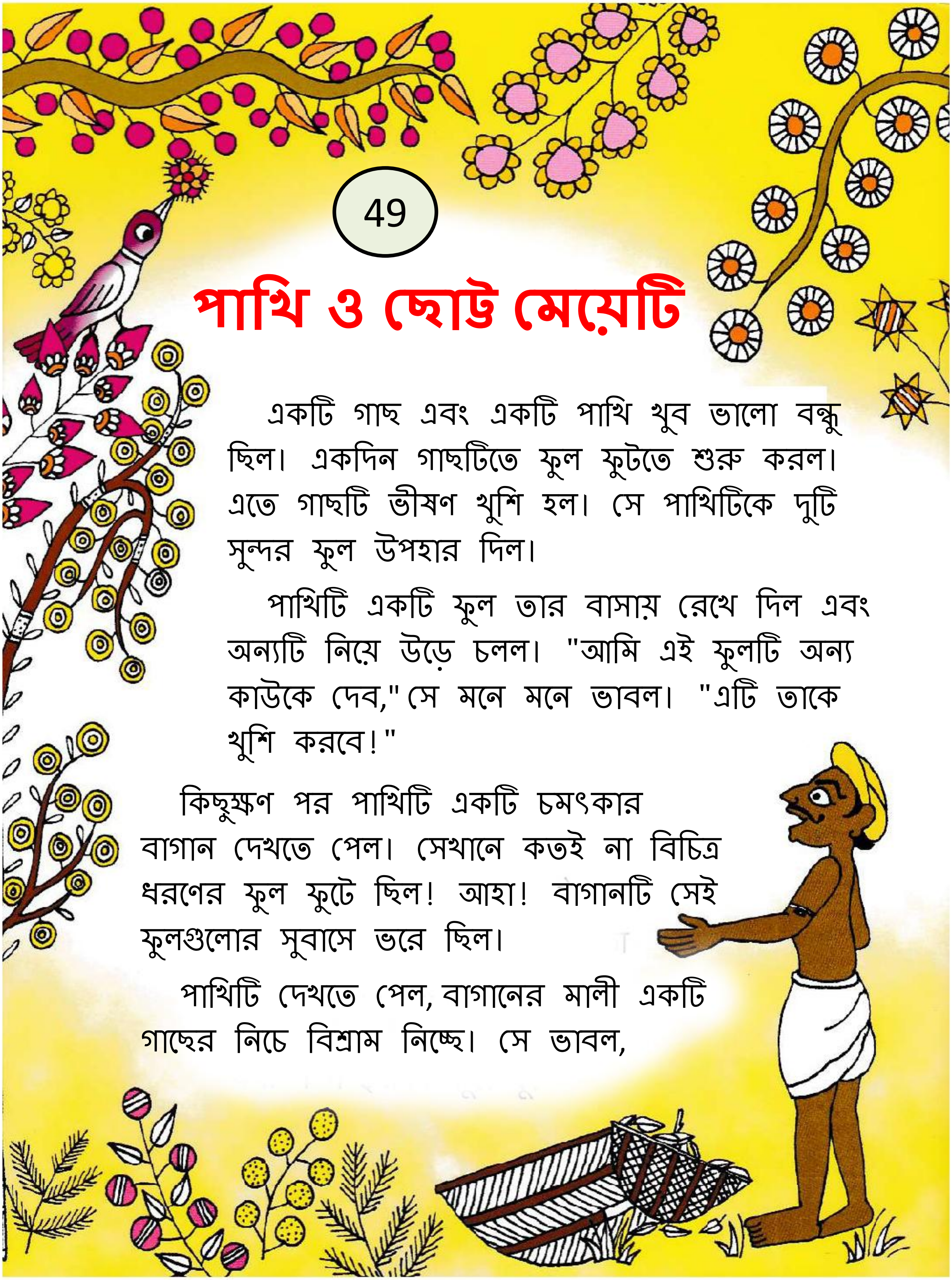


Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane
Artist Uma Krishnaswamy

পাখি ও ছোট্ট মেয়েটি



একটি গাছ এবং একটি পাখি খুব ভালো বন্ধু ছিল। একদিন গাছটিতে ফুল ফুটতে শুরু করল। এতে গাছটি ভীষণ খুশি হল। সে পাখিটিকে দুটি সুন্দর ফুল উপহার দিল।

পাখিটি একটি ফুল তার বাসায় রেখে দিল এবং অন্যটি নিয়ে উড়ে চলল। "আমি এই ফুলটি অন্য কাউকে দেব," সে মনে মনে ভাবল। "এটি তাকে খুশি করবে!"

কিছুক্ষণ পর পাখিটি একটি চমৎকার বাগান দেখতে পেল। সেখানে কতই না বিচিত্র ধরণের ফুল ফুটে ছিল! আহা! বাগানটি সেই ফুলগুলোর সুবাসে ভরে ছিল।

পাখিটি দেখতে পেল, বাগানের মালী একটি গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছে। সে ভাবল,

"এই মালী ফুল খুব ভালোবাসে। আমি কি আমার ফুলটি তাকে দেব?"



পাখিটি নিচে নেমে এল এবং গাছের একটি ডালে বসল। মালী যখন পাখিটিকে দেখতে পেল, সে উঠে দাঁড়াল এবং বলল, "তোমার কাছে কী চমৎকার একটি ফুল রয়েছে! দয়া করে এটি আমাকে দাও! আমি এটি একটি পাত্রে সাজিয়ে রাখব, যেখানে সবাই এটিকে দেখতে পাবে। তখন সবাই ভাববে যে, আমার বাগানটিই পৃথিবীর সেরা বাগান।"

এ কথা শুনে পাখিটি রাগে ফুঁসে উঠল এবং সেখান থেকে উড়ে পালাল। তবে শীঘ্রই তার রাগ পড়ে গেল এবং সে আবার তার অনুসন্ধান শুরু করল।



কিছুক্ষণ পর সে রঙের এক অপূর্ব সমাহার দেখতে পেল—কতই না সুন্দর সব রঙ! পাখিটি আরও কাছে এগিয়ে গেল এবং দেখল, একজন লোক কাপড়ের ওপর নকশা করছে।

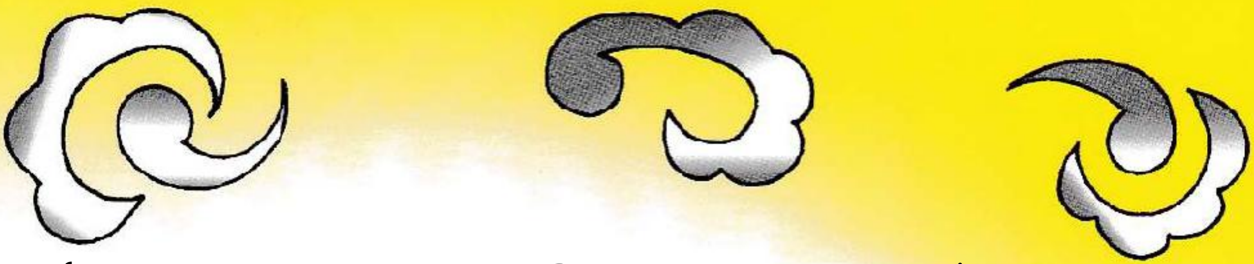
পাখিটি ভাবল, "এই লোকটি সৌন্দর্যের খুব কদর করে। আমি ফুলটি তাকেই দেব।" সে নিচে নেমে এল এবং লোকটির কাছে বসল।

পাখিটিকে দেখে লোকটি ভীষণ আনন্দিত হল। সে বলল, "আহা! তোমার কাছে কী চমৎকার একটি ফুল রয়েছে! দয়া করে এটি আমাকে দাও। আমার নকশার কাজে ঠিক ওই বিশেষ নকশাটিরই অভাব ছিল। আমি যদি এটি আমার কাজে জুড়ে দিই, তবে আমার এই নকশাটিই হবে পৃথিবীর সেরা। আমি এই কাপড়টি রাজাকে উপহার দেব এবং তখন সবাই আমার নাম জানতে পারবে!"



পাখিটি আবার রেগে গেল এবং সে সেখান থেকে উড়ে পালাল। এরপর নিচের দিকে তাকাতেই সে এক ঝাঁক পায়রা দেখতে পেল। একজন মহিলা পায়রাগুলোকে দানা খাওয়াচ্ছিলেন। পাখিটি ভাবল, "দেখে মনে হচ্ছে এই মহিলা পাখিদের খুব ভালোবাসেন। আমি ফুলটি তাঁকেই দেব।"

তাই সে নিচে নেমে এল এবং ক্ষুধার্ত পায়রাগুলোর কাছে বসল। মহিলা পাখিটিকে দেখতে পেলেন এবং সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "আরে! তোমার কাছে তো খুব সুন্দর একটি ফুল রয়েছে! দয়া করে এটি আমাকে দাও। আমি এটি দেবতাদের চরণে নিবেদন করব, আর তাতেই আমার সব মনোবাসনা পূর্ণ হবে।" পাখিটি আবার রেগে উড়ে চলে গেল।



হঠাৎই সে দেখতে পেল, একটি ছোট মেয়ে একা হেঁটে যাচ্ছে। তার মাথার ওপর ছিল এক কলসি জল। পাখিটি দ্রুত নিচে নেমে এল এবং মেয়েটির কাঁধে এসে বসল। এরপর সে সেই সুন্দর ফুলটি মেয়েটির চুলে গুঁজে দিল।

পাখিটিকে দেখে মেয়েটি অবাক হয়ে গেল। ফুলটিকে তার চুলের মধ্যে পেয়ে সে আরও বেশি অবাক হল।



পাখিটি তাকে বলল, "এটি তোমার জন্য! তোমার সেই প্রচেষ্টার জন্য, যা এই ফুলটির মতনই সুন্দর।"

সুস্মিতা ব্যানার্জি

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

আমার নাম কী?

এক উষ্ণ, রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে, 'ই' নামের একটি মাছি একটি মাঠে ভনভন করে উড়ছিল। হঠাৎই সে তার নিজের নাম ভুলে গেল! মাছিটি উড়ে একটি বাছুরের কাছে গেল এবং জিজ্ঞেস করল, "গোলগাল বাছুর! আমার নাম কী?"

"আমি জানি না," বাছুরটি বলল। "আমার মাকে জিজ্ঞেস করো!" তাই মাছিটি উড়ে গরুর কাছে গেল এবং বলল, "ওই গোলগাল বাছুরটির মা! আমার নাম কী?"

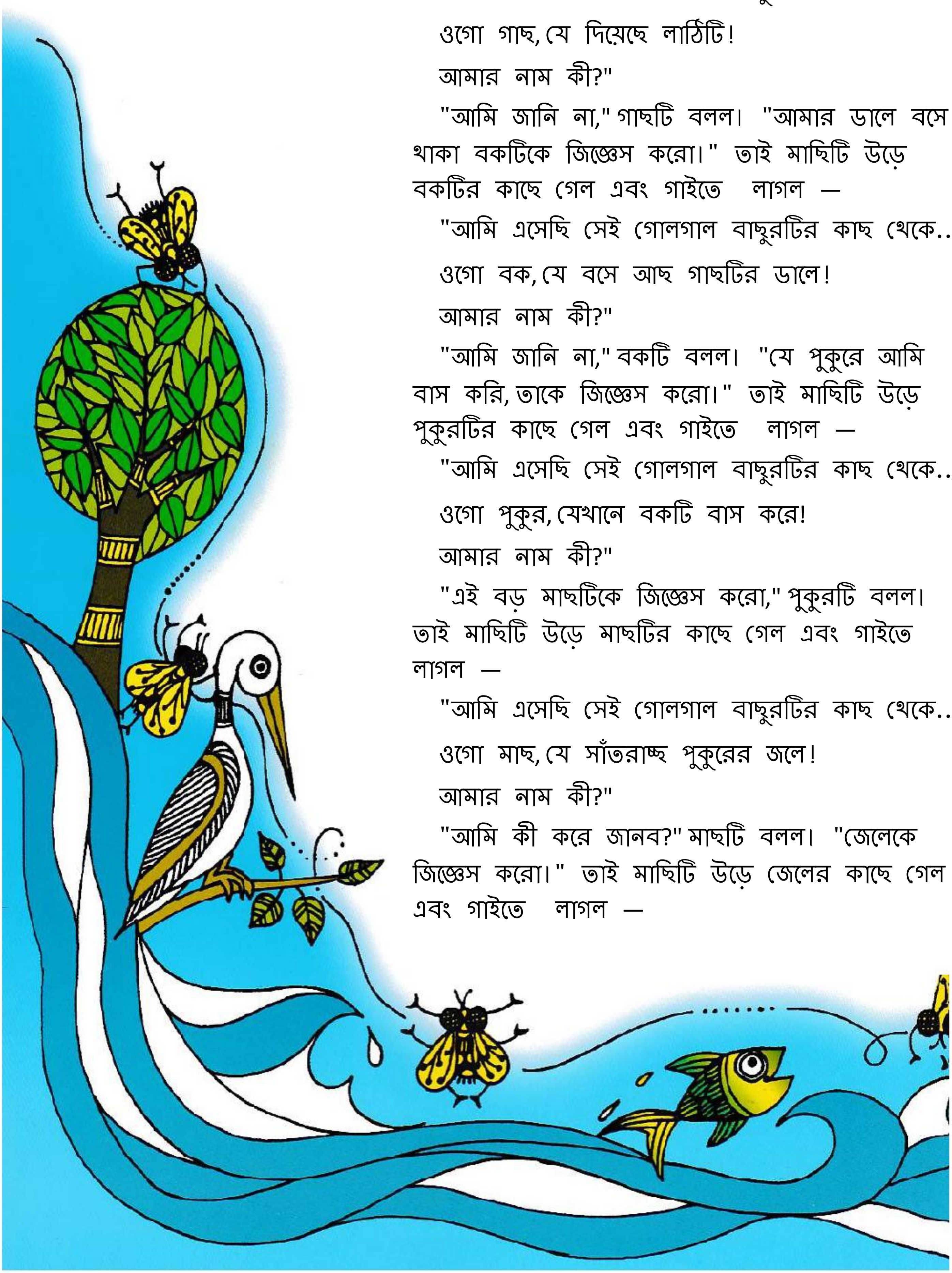
গরু বলল, "আমি জানি না। ওই রাখালকে জিজ্ঞেস করো যে আমার দেখাশোনা করে।" তাই মাছিটি উড়ে রাখালটির কাছে গেল এবং বলল, "আমি ওই গোলগাল ছোট বাছুরটির কাছ থেকে এসেছি, আর এসেছি বাছুরটির মায়ের কাছ থেকে—ওগো গরুর সেবক রাখাল! আমার নাম কী?"

"আমি জানি না," রাখালটি বলল। "আমার লাঠিটাকে জিজ্ঞেস করো।" তাই মাছিটি লাঠিটির ওপর বসল এবং গাইতে লাগল—

আমি এসেছি ওই গোলগাল ছোট বাছুরটির কাছ থেকে,
আর এসেছি বাছুরটির মায়ের কাছ থেকে,
এবং গরুর সেবক রাখালটির কাছ থেকে—
ওগো রাখালের হাতের লাঠি!
আমার নাম কী?

"আমি জানি না," লাঠিটি বলল। "তবে ওই যে দূরে গাছটা দেখা যাচ্ছে—ওটা থেকেই আমাকে কেটে আনা হয়েছিল।" "যাও, তাকেই জিজ্ঞেস করো।" তাই মাছিটি উড়ে গাছটির কাছে গেল এবং গাইতে লাগল —





"আমি এসেছি সেই গোলগাল বাছুরটির কাছ থেকে...

ওগো গাছ, যে দিয়েছে লাঠিটি!

আমার নাম কী?"

"আমি জানি না," গাছটি বলল। "আমার ডালে বসে থাকা বকটিকে জিজ্ঞেস করো।" তাই মাছিটি উড়ে বকটির কাছে গেল এবং গাইতে লাগল —

"আমি এসেছি সেই গোলগাল বাছুরটির কাছ থেকে...

ওগো বক, যে বসে আছ গাছটির ডালে!

আমার নাম কী?"

"আমি জানি না," বকটি বলল। "যে পুকুরে আমি বাস করি, তাকে জিজ্ঞেস করো।" তাই মাছিটি উড়ে পুকুরটির কাছে গেল এবং গাইতে লাগল —

"আমি এসেছি সেই গোলগাল বাছুরটির কাছ থেকে...

ওগো পুকুর, যেখানে বকটি বাস করে!

আমার নাম কী?"

"এই বড় মাছটিকে জিজ্ঞেস করো," পুকুরটি বলল। তাই মাছিটি উড়ে মাছটির কাছে গেল এবং গাইতে লাগল —

"আমি এসেছি সেই গোলগাল বাছুরটির কাছ থেকে...

ওগো মাছ, যে সাঁতরাচ্ছ পুকুরের জলে!

আমার নাম কী?"

"আমি কী করে জানব?" মাছটি বলল। "জেলেকে জিজ্ঞেস করো।" তাই মাছিটি উড়ে জেলের কাছে গেল এবং গাইতে লাগল —

আমি এসেছি সেই গোলগাল বাছুরটির কাছ থেকে...

ওগো মাছ-ধরা জেলে!

আমার নাম কী?

"আমার মাছ-রাখার পাত্রটিকে জিজ্ঞেস করো," জেলেটি বলল। তাই মাছিটি উড়ে গিয়ে সেই মাছ-রাখার পাত্রটির কাছে পৌঁছাল এবং গাইতে লাগল —

আমি এসেছি সেই গোলগাল বাছুরটির কাছ থেকে...

ওগো মাছ-রাখার পাত্র!

আমার নাম কী?

"দুঃখিত!" মাছ-রাখার পাত্রটি বলল। "যাও, সেই কুমোরকে জিজ্ঞেস করো যে আমাকে তৈরি করেছে।" তাই মাছিটি উড়ে চলল, যতক্ষণ না সে কুমোরের চালাঘরে পৌঁছাল; সেখানে গিয়ে সে গাইতে লাগল —

আমি এসেছি সেই গোলগাল বাছুরটির কাছ থেকে...

ওগো কুমোর, যে পাত্র তৈরি করে!

আমার নাম কী?

"আমি জানি না," কুমোরটি বলল। "সেই মাটিকে জিজ্ঞেস করো যা আমি ব্যবহার করি।" তাই মাছিটি উড়ে নিচে নেমে মাটির কাছে গেল এবং গাইতে লাগল —

আমি এসেছি সেই গোলগাল বাছুরটির কাছ থেকে...

ওগো মাটি, যা কুমোর ব্যবহার করে!

আমার নাম কী?

"আমি জানি না," মাটি বলল। "সেই ঘাসকে জিজ্ঞেস করো যা আমার ওপর জন্মেছে।" তাই মাছিটি ঘাসের ওপর দিয়ে উড়ে চলল এবং গাইতে লাগল —

আমি এসেছি সেই গোলগাল বাছুরটির কাছ থেকে...

ওগো সবুজ ঘাস, যা মাটির ওপর জন্মেছে!

আমার নাম কী?



"আমি জানি না!" ঘাসটি বলল। "সেই ঘোড়াটিকে জিজ্ঞেস করো যে আমাকে খাচ্ছে।" তাই মাছিটি উড়ে গিয়ে ঘোড়াটির কাছে পৌঁছাল এবং গাইতে লাগল —

আমি এসেছি সেই গোলগাল বাছুরটির কাছ থেকে



এবং সেই বাছুরটির মায়ের কাছ থেকে
এবং সেই রাখালের কাছ থেকে যে গরু চরায়
এবং সেই লাঠিটির কাছ থেকে যা রাখালের হাতে ছিল
এবং সেই গাছটির কাছ থেকে যা থেকে লাঠিটি পাওয়া গিয়েছিল
এবং সেই বকটির কাছ থেকে যা গাছটিতে বসে ছিল
এবং সেই পুকুরটির কাছ থেকে যেখানে বকটি থাকে
এবং সেই মাছটির কাছ থেকে যা পুকুরে সাঁতার কাটে
এবং সেই জেলের কাছ থেকে যে মাছ ধরে
এবং সেই পাত্রটির কাছ থেকে যেখানে মাছ রাখা হয়
এবং সেই কুমোরের কাছ থেকে যে পাত্র তৈরি করে
এবং সেই মাটির কাছ থেকে যা কুমোর ব্যবহার করে
এবং সেই সবুজ ঘাসটির কাছ থেকে যা মাটির ওপর জন্মেছে—
ওগো ঘোড়া, যে ঘাস খাচ্ছ!
আমার নাম কী?

ঘোড়াটি "ই-ই-ই" করে ডাক ছাড়ল এবং বলল, "উড়ে যাও, উড়ে যাও, উড়ে যাও!" "ওটাই তো আমার নাম!" বলল মাছিটি। আর তারপর সে আনন্দে গান গাইতে গাইতে উড়ে গেল—"ই, ই, ই!"

তামিলনাড়ুর একটি লোককথা
(তামিল ভাষায় 'মাছি'-র অর্থ হলো 'ই'।)

© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Sriparna Tamhane
Artist Uma Krishnaswamy